বাজেট ২০১৬-১৭: প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	বাজেট ২০১৬-১৭: প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন	৩-২৪
পরিশিষ্ট	২০১৬-১৭ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	২৫-৩৫
(ক)	রাজস্ব পরিস্থিতি	২৬
(খ)	সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি	২৯
(গ)	বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	৩২
(ঘ)	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	৩৩
(ঙ)	বৈদেশিক খাত	৩৪
(চ)	মূল্যস্ফীতি	৩৫

পরম করুণাময় আল্লাহতায়া'লার নামে

মাননীয় স্পীকার

আমি আপনার অনুমতিক্রমে সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯ এর ১৫(৪) ধারার বিধান মতে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পীকার

২। আপনি জানেন, আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করার পর বর্তমানে তৃতীয় অর্থবছর অতিবাহিত হচ্ছে। রূপকল্প ২০২১ কে সামনে রেখে মহাজোট সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যার সুফল বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদেও পাচ্ছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যকর ও গতিশীল নির্দেশনায় এ মেয়াদেও বাজেট বাস্তবায়নে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ২০২১ এর মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং জনগণের জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন এবং কাল পরিক্রমায় ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে উন্নীত করা। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। আশার বিষয় এই যে, এ বছর জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, আমদানী/রপ্তানী প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, মুদ্রা বিনিময় হারসহ মৌলিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের অবস্থান বেশ সন্তোষজনক।

৩। প্রতিবেদনের মূল অংশে যাওয়ার আগে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গণে আমাদের সাম্প্রতিক কিছু মাইলফলক অর্জনের বিষয় উল্লেখ করতে চাই, তা না হলে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির কেবল একটি খন্ডিত চিত্রই তুলে ধরা হবে বলে আমি মনে করি।

৪। বর্তমান সরকার চলতি মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন দেশের সাথে

অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীরতর হয়েছে যার অর্থনৈতিক সুফল শীঘ্রই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যেতে শুরু করেছে। গত অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফরে এসে ০১ টি অনুদান চুক্তি, ০২ টি কাঠামোগত চুক্তি, ০৩ টি সমঝোতা স্মারক ও ০৪ টি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা দেশের ইতিহাসে এক মাইল ফলক হয়ে থাকবে। এসব চুক্তির মাধ্যমে ২৭ টি প্রকল্পে ২০ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া যাবে যার মাধ্যমে দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন সক্ষমতা তৈরি হবে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে দারিদ্র্য বিমোচনের এক রোল মডেলে পরিণত হয়েছে । বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বছর বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফর করেন এবং আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবসে ঢাকায় গণবক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশের সাফল্য গাঁথা বিশ্ব দরবারে প্রচারিত হয়েছে এবং শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণে ১ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের ঘোষণা এসেছে।

৫। নারীর ক্ষমতায়ন, তথ্য-প্রযুক্তি সেবার বিস্তার এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রগণ্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ UN Women and Global Partnership Forum মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে “Planet 50-50 Champion” মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তথ্য-প্রযুক্তিকে শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ছিল মহাজোট সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম মিশন। সেই তথ্য-প্রযুক্তি খাতে সরকারের ব্যাপক উন্নয়নের স্বীকৃতিস্বরূপ এশিয়া ও ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রিজ অরগানাইজেশন আইসিটি বিভাগকে ডিজিটাল গভর্মেন্ট এ্যাওয়ার্ড-২০১৬ প্রদান করেছে।

৬। আপনি জানেন যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জনের পর বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘের ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জোর প্রয়াস গ্রহণ করেছে। আমরা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজির ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভূক্ত করেছি। ইতোমধ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট এসডিজির লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করে এর বাস্তবায়নে একটি পূর্ণাঙ্গ

কর্মকৌশল প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। এ কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব পর্যায়ের একজন এসডিজি সমন্বয়ক নিয়োগ করা হয়েছে যা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অর্জনে সরকারের দৃঢ় অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ।

মাননীয় স্পীকার

৭। আমি এখন চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং এর আলোকে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির উপর আলোকপাত করবো। আপনার জানা আছে বিগত মেয়াদের শেষ দিকে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা দেশের অর্থনীতিকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল যা দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কার দেশকে যে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল তার প্রভাবে বিগত অর্থবছরেও দেশ সাত শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আপনার মাধ্যমে আমি দেশবাসীকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি ৭.১১ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আমাদের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা হলো ৭.২ শতাংশ। এ লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রথম প্রান্তিকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সংক্রান্ত কিছু তথ্য-উপাত্ত আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়-

- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন কর রাজস্ব আদায় ১৭.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে
- ✓ মোট সরকারি ব্যয় বেড়েছে ১৫.৪৯ শতাংশ
- ✓ আইএমইডির সূত্রমতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিগত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের ৬ হাজার ৫০২ কোটি টাকা হতে বেড়ে ৯ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা হয়েছে
- ✓ রপ্তানি আয় বিগত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের ৭ হাজার ৭৫৯ মিলিয়ন ডলার হতে বেড়ে ৮ হাজার ৭৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে
- ✓ আমদানি ব্যয় ১৭.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে
- ✓ আমদানি ঋণপত্র খোলা ও নিস্পত্তির প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১০.১৬ এবং ১৬.৯৭

শতাংশ

- ✓ ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহ ১৫.৩৪ শতাংশ বেড়েছে (সেপ্টেম্বর' ১৫ থেকে সেপ্টেম্বর' ১৬)
- ✓ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে প্রায় ৩১.৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে
- ✓ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর ৬.২ শতাংশ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ সময়ে ৫.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

মাননীয় স্পীকার

৮। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের শুরুতেই আমি দৃষ্টি দিতে চাই সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় পরিস্থিতির ওপর। এরপর, দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক চিত্র এ মহান সংসদে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবশেষে, এবারের বাজেটে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সাধিত অগ্রগতির ওপর কিছুটা আলোকপাত করব। প্রতিবেদনের শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রথম প্রান্তিকে সরকারের আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি চিত্র।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

৯। শুরুতেই আমি বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.২৪ শতাংশ)। অর্থবছর শেষে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৪৩৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৮৯ শতাংশ) যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৬.৬ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় এ রাজস্ব আহরণ প্রায় ১০.০৪ শতাংশ বেশি।

অর্থবছর ২০১৬-১৭: প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

১০। এবার দৃষ্টি ফেরাতে চাই চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার

বিপরীতে প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির দিকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.৩৬ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ৪৩ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা, যা বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার ১৭.৯৬ শতাংশ। প্রথম প্রান্তিকে লক্ষ্যমাত্রার একপঞ্চমাংশের চেয়ে কম অর্জিত হয়েছে তাই রাজস্ব আহরণের লক্ষ্য অর্জনে আমাদের তৎপরতা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

১১। আমরা এখন দৃষ্টি ফেরাবো সরকারের ব্যয় পরিস্থিতির দিকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.২৭ শতাংশ); এর মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যয় ৯১ হাজার কোটি টাকা। অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ১০৫ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৯১.৭ শতাংশ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ১৫.১ শতাংশ বেশী। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৭৯.৭ শতাংশ যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এডিপি ব্যয় অপেক্ষা প্রায় ১২.৫ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৫৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.৩৭ শতাংশ) যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ১৪.২৮ শতাংশ বেশি।

অর্থবছর ২০১৬-১৭: প্রথম প্রান্তিকের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

১২। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.৩৪ শতাংশ)। এর মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৯০৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৭১ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৬৪ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে মোট ব্যয় হয়েছে ৪২ হাজার ৮৯৪ কোটি টাকা (বাজেটের ১২.৫৯ শতাংশ)। এর

মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ৩৫ হাজার ৩২৫ কোটি টাকা (বাজেটের প্রায় ১৫.৩৭ শতাংশ)। সার্বিকভাবে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় মোট ব্যয় ১৫.৪৯ শতাংশ, অনুন্নয়ন সহ অন্যান্য ব্যয় ১৯.৩৫ শতাংশ এবং এডিপি ব্যয় ০.৪২ শতাংশ বেড়েছে।

মাননীয় স্পীকার

১৩। আপনি জানেন, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে ৭ হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৭ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, দাতা গোষ্ঠী ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও বৃহৎ প্রকল্পগুলোর অগ্রগতির নিয়মিত পরিবীক্ষণের ওপর জোর দিয়েছি।

বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতি

১৪। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ (অনুদান ব্যতীত)। অর্থবছর শেষে মোট বাজেট ঘাটতি দাঁড়ায় জিডিপি'র ৩.৪৬ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিকসূত্র হতে জিডিপি'র ০.৮২ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে জিডিপি'র ২.৬৪ শতাংশ অর্থের সংস্থান করা হয়। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯৭ হাজার ৮৫৩ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে জিডিপি'র ১.৮৫ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে জিডিপি'র ৩.১৫ শতাংশ সংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে। ব্যাংক বহির্ভূত উৎস (জাতীয় সঞ্চয় পত্র) হতে এ পর্যন্ত প্রাপ্তি সন্তোষজনক। পাশাপাশি ব্যাংক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, চলতি অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ) জিডিপি'র ৪.৭ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে সরকারি ঋণের স্থিতি ৩৫.০ শতাংশ, যা অত্যন্ত সহনীয়।

সার্বিকভাবে সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনায় আমাদের অবস্থান বেশ সন্তোষজনক।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১৫। এবার আমরা দৃষ্টি দেব মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির দিকে। মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রা বিনিময় হারসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছুটা সতর্কতামূলক, উৎপাদনমুখী ও নমনীয় মুদ্রানীতি অনুসরণের ধারা অব্যাহত রেখেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬) জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতি বিবৃতিতে বাজার সুদের হারের ক্রমহ্রাসমান ধারার বিপরীতে রেপো ও রিভার্স রেপো হার অপরিবর্তিত রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। আর্থিকখাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খেলাপী ঋণের হার কমিয়ে আনার কারণে বাজার সুদের হারের এই নিম্নমূখী ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি মনে করি।

১৬। ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.৪ শতাংশ যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা বেশি। এ সময় নীট বৈদেশিক সম্পদ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেলেও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার নীচে ছিল। মূলত সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে অব্যাহত উদ্বৃত্ত ও সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ হ্রাসের কারণে এটি হয়েছে। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (M2) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩.৪ শতাংশ, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা কম। মূল্যস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত হার অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য চলতি অর্থবছরের শেষ নাগাদ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫.৫ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ পরিমিত রাখার ক্ষেত্রে মূলত রিজার্ভ মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণের ওপরই জোর দেয়া হচ্ছে, যা চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধেও অব্যাহত থাকবে। রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে ১৬.৭ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।

১৭। কৃষি খাতসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত সমূহে ঋণ প্রবাহ নির্বিঘ্ন রাখা সহ ঋণের উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক সচেষ্ট আছে। ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কিছুটা কম থাকায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির পরিসর

সৃষ্টি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেনি বরং ৩ হাজার ৪৭ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেছে। তবে, এ সময়ে সরকার জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প খাত হতে নীট ১০ হাজার ৯৬৬ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে, যেখান হতে মোট ৮ হাজার ৭০১ কোটি টাকা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবের দায় পরিশোধিত হয়েছে। ফলে ব্যাংক বহিঃর্ভূত উৎস হতে নীট ঋণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২৬৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে ব্যক্তিখাতে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা উজ্জীবিত হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বিগত অর্থবছরে ১৪.৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬.৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে এই প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.৩ শতাংশ। অর্থবছর শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১৬.৫ শতাংশ। আশা করি এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

১৮। দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি হলো কৃষিখাত। মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির প্রত্যক্ষ অবদান এখন প্রায় ১৫ শতাংশ। অন্যদিকে এই খাতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্প ও সেবা খাত দেশের সার্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে বিরাট অবদান রাখছে। এই কৃষিখাতের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহকৃত কৃষিঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিগত অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৭ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে মোট ১৭ হাজার ৫৫০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণের লক্ষ্য রয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৭.০১ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩ হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণের এ প্রবাহ চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার ১৯.৬২ শতাংশ ও গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৬৫ শতাংশ বেশি।

সুদের হার

১৯। বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতেই সাধারণত সুদের হার নির্ধারিত হয়। তবে কৃষি বা রপ্তানিসহ কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সুদের হার ও ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সঞ্চয়পত্রের সুদের হারও নির্ধারণ করে দেয়া হয়, তবে তা প্রয়োজন অনুসারে সময়ে সময়ে পরিবর্তন করা হয়।

চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমানত ও ঋণের সুদের হার নিম্নগামী রয়েছে। কমে আসছে আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধানও (interest rate spread)। আমানত ও ঋণের সুদের হারের গড় ব্যবধান রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে ৪ শতাংশের নীচে ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোতে ৩ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। সার্বিকভাবে, আমানত ও ঋণের সুদের হারের গড় ব্যবধান বিগত অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসে ছিল ৪.৮২ শতাংশ, যা চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসে ৪.৭৬ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে আমানতের সুদের হারের ভারিত গড় ৬.৬৬ শতাংশ হতে ৫.৩৯ শতাংশে এবং ঋণের সুদের হারের ভারিত গড় ১১.৪৮ শতাংশ হতে ১০.১৫ শতাংশে নেমে এসেছে। আমার বিশ্বাস, সুদের হারের এই নিম্নগতি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তা করবে। অন্যদিকে, ব্যাংক ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত তারল্য বিদ্যমান থাকায় কলমানি রেট বিগত অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর মাসের ৫.৭১ শতাংশ হতে চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসে ৩.৩৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এ সময়ে ট্রেজারি বিল ও বন্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের সুদের হারও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমেছে।

মূল্যস্ফীতি

২০। জনজীবনে স্বস্তি বজায় রাখতে মূল্যস্ফীতিকে আমরা সহনীয় পর্যায়ে রেখেছি। এ বিষয়ে আমাদের রয়েছে বিরাট সাফল্য। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে ছিল প্রায় ৬.২৪ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৭১ শতাংশে। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন চলতি অর্থবছরের বাজেটে আমরা মূল্যস্ফীতির বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম ৫.৯ শতাংশ। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির হার এখন লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও কম। খাদ্য বর্হি:ভূত মূল্যস্ফীতি বাড়লেও মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি কমেছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়ের ৬.২৫ শতাংশ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ সময়ে ৪.৫৬ শতাংশে নেমে এসেছে। সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদন, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের স্থিতিশীল মূল্য, অনুকূল মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে দেশব্যাপী পণ্য সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে বিধায় সামনের দিনগুলোতে মূল্যস্ফীতি আর বাড়বে না বলে

আমি বিশ্বাস করি।

সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ

বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

আমদানি ও রপ্তানি

২১। এ পর্যায়ে আমি বৈদেশিক খাত নিয়ে আলোচনা করব। আপনি জানেন, ২০১৬ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধি গতিশীল না হওয়ায় বিশ্ব প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার তুলনায় কম হয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপ আমাদের দুটি প্রধান রপ্তানি বাজার। এ দুটি অঞ্চলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিগত অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা কমেছে। তবে আশার বিষয় হল বিশ্ব উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ও আমাদের প্রধান দুটি রপ্তানি অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও আমাদের রপ্তানি আয় সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আমাদের মোট রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৩৪ হাজার ২৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৯.৭৭ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে মোট রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.১২ শতাংশ বেশি। আমাদের রপ্তানি আয়ের প্রায় সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাক খাত হতে। তৈরি পোশাকের মধ্যে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ওভেন গার্মেন্টস্ ও নিটওয়্যার খাতে আয় বেড়েছে যথাক্রমে ২.৩৮ শতাংশ ও ৪.৬৪ শতাংশ। এছাড়া, অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে পেট্রোলিয়াম বাই প্রোডাক্ট, ক্যাপ, মসলা, পেপার এন্ড পেপার প্রোডাক্ট, হস্তশিল্প, প্লাস্টিক প্রোডাক্ট, হিমায়িত চিংড়ি ইত্যাদির রপ্তানি আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি কমলেও ই.ইউ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রপ্তানি বেড়েছে। খুশির বিষয় হল একটানা পাঁচ বছর কমার পর উদীয়মান ও উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে যা সামনের দিনগুলোতে আমাদের রপ্তানি খাতকে গতিশীল রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

২২। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উর্ধ্বমূখী থাকায় ভোগ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের

অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, আমদানির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে আমদানি ব্যয় হয়েছে ১১ হাজার ১০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.২৭ শতাংশ বেশি। এ সময়ে আমদানি ঋণপত্র নিষ্পত্তির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬.৯৭ শতাংশ। একই সাথে আমদানি ঋণপত্র খোলার প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.১৬ শতাংশ। একই সময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতির ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তির প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১৮.৪৪ ও ১২০.৩৯ শতাংশ। মূলত মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি দেশের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্রবাস আয়

২৩। প্রবাস আয় লেনদেন ভারসাম্যে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে যেমন বহি:খাতকে শক্তিশালী অবস্থানে রাখে তেমনি অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, ডিসেম্বর ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রবাস নিয়োগ হলেও প্রবাস আয়ে গতিশীলতা আসেনি। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশে প্রবাস আয়ের প্রবাহ ছিল ৩ হাজার ২৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৩ হাজার ৯৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এ সময়ে প্রবাস আয়ের প্রবাহ ১৭.৮৩ শতাংশ কমেছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ধীর গতি, তেলের মূল্য হ্রাসের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও ডলারের বিপরীতে তুলনামূলকভাবে টাকার মূল্য শক্তিশালী থাকার কারণে প্রবাস আয় প্রবাহ কমতে পারে বলে মনে হচ্ছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আপনি জানেন, মধ্যপ্রাচ্যের সৌদিআরব, আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, কুয়েত ও বাহরাইন এই ছয়টি দেশ হতে প্রবাস আয়ের প্রায় ৫৮ শতাংশ আসে। চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি হতে সেপ্টেম্বর নাগাদ বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৮.৮ শতাংশ প্রবাস নিয়োগ বৃদ্ধি সত্ত্বেও এসকল দেশ হতে একই সময়ে প্রবাস আয় কমেছে ১০.৯ শতাংশ। তেলের মূল্য কিছুটা স্বাভাবিক হলে এসকল দেশ হতে প্রবাস আয় প্রবাহও স্বাভাবিক হবে বলে আমি মনে করি। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যে প্রবাসীরা অপেক্ষাকৃত কম বেতনে চাকরী নিয়ে তাদের

কর্মস্থলে বহাল রয়েছেন কিন্তু তাদের রেমিট্যান্স কমাতে হয়েছে।

লেনদেন ভারসাম্য, রিজার্ভ ও বিনিময় হার

২৪। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সেকেন্ডারি আয় হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্য ঋণাত্মক ছিল। তবে, মূলধনী হিসাব ও আর্থিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্ত থাকায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত ছিল। একদিকে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির প্রভাবে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, অন্যদিকে প্রবাস আয় প্রবাহের দুর্বলতা চলতি হিসাবে ঘাটতি সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৩৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১ হাজার ১২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে একই সময়ে চলতি হিসাবের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৫০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যেখানে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৬৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে আর্থিক হিসেবে উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৩৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর্থিক হিসাবের উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৮.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ রিজার্ভ দিয়ে প্রায় ৮.৪ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার অনেকটা স্থিতিশীল থাকলেও সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর তুলনায় চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর নাগাদ তা ০.৭৭ শতাংশ অবচিতি (depreciation) হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে প্রতি ডলার ৭৮.৪০ টাকায়, বিগত বছরের একই সময়ে যা ছিল ৭৭.৮০ টাকা। অন্যদিকে মার্চ ২০১৪ হতে এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত ইউরোর বিপরীতে টাকা ক্রমশ শক্তিশালী হলেও সম্প্রতি তাতে অবচিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। মূলত সেপ্টেম্বর ২০১৫

এর তুলনায় সেপ্টেম্বর ২০১৬ নাগাদ ইউরোর বিপরীতে টাকা ০.৪৯ শতাংশ অবচিতি (depreciation) হয়েছে। মার্কিন ডলার ও ইউরোর বিপরীতে টাকার এই অবচিতি রপ্তানি ও প্রবাস আয়কে উৎসাহিত করবে।

মাননীয় স্পীকার

চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কতিপয় বিষয়ের অগ্রগতি

২৫। চলতি অর্থবছরের বাজেটটি এই মেয়াদে আমাদের সরকারের তৃতীয় বাজেট। আমাদের বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহ এবং এই অর্থবছরে নতুনভাবে শুরু করা কার্যক্রমসমূহের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত অগ্রগতির একটি চিত্র আপনাদের অবগতির জন্য তুলে ধরছি।

২৫.১ মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা

সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ব্যবহার, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, উপবৃত্তি প্রদানের ধারা অব্যাহত আছে। এছাড়া "সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ" কার্যক্রম আয়োজনের মাধ্যমে 'সেরা প্রতিভাদের' স্বীকৃতি দেয়ার ধারাও অব্যাহত আছে। স্নাতক (পাশ) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (মাদ্রাসাসহ) শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতি আরো ফলপ্রসূ করার জন্য আই.সি.টি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৩,৩৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি ল্যাপটপ, একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, একটি প্রজেকশন স্ক্রিন, একটি ইন্টারনেট মডেম ও এক জোড়া স্পিকার প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ৪৫০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

স্থাপন করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজসমূহের ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষকদের English in Action (EIA) প্রজেক্ট এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১২৫টি উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আরো ১৬০টি উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করার জন্য ১ম পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান আছে। বাকী ৩৮৯টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা অবকাঠামোর ডিজাইনে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য অটিস্টিক একাডেমি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আর্থিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদানে China Electronics Engineering Design Institute and Dalian Maritime University আগ্রহ প্রকাশ করেছে। গাজীপুর ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। দেশে বর্তমানে ৪০টি পাবলিক ও ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। Accreditation Act, 2016 গত ১০/১০/২০১৬ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য

সকলের জন্য মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে স্বাস্থ্যখাতে যুগোপযোগী ও বহুমুখী সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গরীব, দুঃস্থ ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও অর্থের সংস্থান রাখার কার্যক্রম চলমান। সকল জেলা ও

৪৮২টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রম চলছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল প্রতিষ্ঠানকে অনলাইন রিপোর্টিং এর আওতায় আনা হয়েছে। 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' এর মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দরিদ্র জনগণকে স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পাইলট ভিত্তিতে 'সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি' বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে। জাইকা অর্থায়নে ৩০০টি এবং টার্কিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (টিকা) অর্থায়নে ১০টি সহ মোট ৩১০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

২৫.২ ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকার বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহেশখালীতে Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) পদ্ধতিতে একটি FSRU (Floating Storage and Re-gasification Unit) ভিত্তিক LNG Terminal স্থাপন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলছে। এছাড়া, মহেশখালী এবং পায়রায় দুইটি ল্যান্ডবেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য বাপেক্স কর্তৃক ১০৮টি কূপ/ খনন/ওয়ার্কওভার সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০টি প্রকল্প বিশেষ আইনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত ১০টি প্রকল্পের মধ্যে ২৩টি অনুসন্ধান কূপ, ৩টি উন্নয়ন কূপ ও ৩টি বিদ্যমান কূপের ওয়ার্কওভার সম্পাদনের প্রস্তাব অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। নতুন গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র আবিষ্কারকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বাংলাদেশের উপকূল ও গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলন কার্যক্রমে জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে অন্যান্য

দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার প্রচেষ্টা জোরদার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০" এর আওতায় গভীর সমুদ্রের ব্লক ডিএস-১০ ও ডিএস-১১ এবং এসএস-১০ এ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৮/০৯/২০১৬ তারিখে ব্লকগুলির জন্য Expression of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়।

যোগাযোগ অবকাঠামো

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি) এর আওতায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার বিআরটি সড়ক রুট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার MRT Line-৬ এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা ৭০ কিলোমিটার সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর এ ১৯০ কি.মি. মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। মহাসড়ক মেরামত ও সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত ১০টি জেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শেষ হবে। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাটা সেন্টার স্থাপনের কাজ প্রায় সমাপ্ত, যা মার্চ, ২০১৭ এর মধ্যে শেষ হবে। বরিশাল-পটুয়াখালি-কুয়াকাটা মহাসড়কে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। বিআরটিসি'র জন্য ৩০০টি দ্বিতল, ২০০টি একতলা এসি এবং ১০০টি একতলা নন এসি বাস এবং ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহ সংক্রান্ত দুইটি প্রকল্প সম্প্রতি একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প ২টি'র বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন ২০১৬ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বিবেচনাধীন রয়েছে। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়ন এর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন

কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৬ গত ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মেট্রোরেল বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

নতুন রেললাইন নির্মাণ, ডাবল লাইনে রূপান্তরকরণ, পুনর্বাসন, নতুন রেলসেতু-ওভারপাস-আন্ডারপাস নির্মাণ, বিভিন্ন স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ ও পুনর্বাসন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিএসসির জন্য ৬টি নতুন জাহাজ ক্রয় প্রকল্পটি চীন সরকারের অর্থায়নে জি টু জি ভিত্তিতে ১৮৪৩.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে ৫০১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

২৫.৩ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষকদের হাতে সরাসরি কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা এবং প্রণোদনা প্রদান করে আসছে। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে গম, ভুট্টা, খেসারী, ফেলন, সরিষা, আলু ও গ্রীষ্মকালীন মুগ চাষ করে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য কৃষি প্রণোদনা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। উফশী ও নেরিকা আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ এবং ৬৪ জেলার মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধৈঞ্চা চাষ, কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে সেক্সফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনর্বাসন ও প্রণোদনা সহায়তা দেয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সারের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য এর হ্রাস এবং এক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। ভর্তুকির আওতায় সার ছাড়াও বিদ্যুৎ, ডিজেল এবং ইক্ষু খাত রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ রয়েছে ৯০০০.০০ কোটি টাকা। সরকার কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সারা দেশে কৃষি উপকরণ

বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭ শত ৪৬ জন কৃষক পরিবারকে এ কার্ড প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রায় ২ কোটি ০৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৪ শত ৭৭ জন কৃষককে কার্ড প্রদান করা হয়েছে (কৃষক ১,৯৪,৭৪,২০৩ জন এবং কিষাণী ১৩,৩৯,২৭৪ জন)। তাছাড়া এ কার্ডের মাধ্যমে মাত্র ১০ টাকায় কৃষক ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ পেয়েছেন এবং ইতোমধ্যে প্রায় ১ কোটি ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৫ শত ৪৮ জন কৃষকের নামে ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে (পুরুষ ৯৩,৯৩,৬৮৫ জন এবং মহিলা ৭,২৫,৮৬৩ জন) এবং এর মধ্যে সচল আছে ৯৭,৫৯,৩১৮টি (পুরুষ ৯০,৫৮,৪৫৫ জন এবং মহিলা ৭,০০,৮৬৩ জন)।

২৫.৪ জনকল্যাণ

দুস্থ, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আমরা বয়স্ক ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা-স্বামী নিগৃহীতা-দুস্থ মহিলা ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, টিআর, জিআর, দুস্থ মাতাদের জন্য খাদ্য সহায়তা (ভিজিডি) ও চর জীবিকায়নসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছি, যা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। সমন্বিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (National Social Security Strategy-NSSS) প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কৌশলপত্র মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে।

পল্লী ও নগর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী তিন বছরের মধ্যে ১৪ হাজার ৬৫০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ, ৩৪ হাজার ৫০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, পাকা সড়কে ৮৪ হাজার ৩০০ মিটার ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ, ৫৭০টি হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন, ১৭৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স ও ৪৯৪টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ-পরবর্তী সাড়া প্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জানমালের ঝুঁকি হ্রাসে সার্বিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো শক্তিশালী করার উপর আমরা গুরুত্ব প্রদান করছি। সমন্বিতভাবে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০', 'দুর্যোগ পরবর্তী ধ্বংসস্তুপ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' এবং 'দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' প্রণয়নের কাজ চলছে। এছাড়া দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবেলা এবং ঘুর্ণিঝড়-বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম চলমান থাকবে।

২৫.৫ প্রবাসী কল্যাণ

শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬, রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা ২০১৬, অভিবাসী কর্মী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১৬ এবং অভিবাসী কর্মী নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০০৬ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।

বিদ্যমান বাজারসহ ৫০টি নতুন দেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ গবেষণার ফলে নতুন নতুন শ্রম বাজারে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণ সম্ভব হবে। বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদানুযায়ী গতানুগতিক পেশাসমূহের পাশাপাশি নতুন নতুন পেশা যেমন: বেবি সিটার, কেয়ার গিভার, অকুপেশনাল সেফটি টেকনিশিয়ান, ডিজেল ম্যাকানিক, শর্মা মেকার, ল্যান্ডস্ক্যাপিং টেকনিশিয়ান, সার্কুলার লুপ অপারেটর, অর্চাড সোল্ডিং, সাইট প্রফেশনাল, ফ্যাশন ডিজাইনার প্রভৃতি পেশায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। মালয়েশিয়ায় চলমান প্রক্রিয়ায় অধিক সংখ্যক কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে জিটুজি প্লাস MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ কার্যক্রম শুরু হলে আগামী ৫ বছরে প্রায় ৫ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ এ কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত

থাকবে। বর্তমানে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য মহিলা কর্মী প্রেরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নারী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, নারী কর্মী নির্বাচন ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

বিএমইটি'র আওতাধীন বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদের আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে বিএমইটি কর্তৃক ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ পেশায় প্রবেশের জন্য City & Guilds, IOM এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে ৯৪ লক্ষাধিক লোক কর্মরত। বিদ্যমান শ্রম বাজারের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রম বাজার সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। বর্তমানে ২৮টি দেশে প্রবাসী কল্যাণ উইং (শ্রম উইং)-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া যে সব দেশে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশী রয়েছে সেসব দেশে প্রবাসী কল্যাণ উইং চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৫.৬ শিল্প খাত

BSTI আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া ফরিদপুর, কক্সবাজার, রংপুর, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ এ অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। CNG গ্রাহকদের জন্য CNG filling station এ সঠিক পরিমাপের নিশ্চয়তা প্রদান করার নিমিত্তে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানসহ শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে বিসিকের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান, উন্নত অবকাঠামো সম্বলিত শিল্প প্লট বরাদ্দ, পণ্য বিপণন সহায়তা ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনা এবং একই সঙ্গে প্রনোদনামূলক

সহয়তা প্রদান করা হচ্ছে। বিসিকের সাব-কন্ট্রাকটিং সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১,২৮৭টি শিল্প ইউনিটকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৭৪টি শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত শিল্পনগরীসমূহে মোট ১০,৩৮৪টি শিল্প প্লট রয়েছে। আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৫,৭৮৩টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১০,০৪৬ টি শিল্প প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে সাভারে ২০০ একর জমিতে উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে (ট্যানারি শিল্পসমূহ) স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৫৫ টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ১৫৩টি কারখানা লে-আউট প্ল্যান প্রকল্প কার্যালয়ে জমা হয়েছে, সবকটি লে-আউট প্ল্যানই অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী ইতোমধ্যে ১৪৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের কারখানা নির্মাণ কাজ শুরু করেছে।

হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা ২০১৫ যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করার শিল্প মন্ত্রীর পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসএমইডিপি)-২ নামে নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে। এছাড়া, পাটনীতি ২০১৬ বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান আইন ২০১৬ এবং বস্ত্রনীতি ২০১৬ এর চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

২৬। ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ ধরে অনেক সম্ভাবনাকে সামনে রেখে সূচনা হয়েছে ২০১৬-১৭ অর্থবছর। বছরের শুরু থেকেই সচল আছে অর্থনীতির চাকা, সরকারের প্রাজ্ঞ ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীল রয়েছে সামষ্টিক অর্থনীতির সকল খাত, আছে রাজনৈতিক

সুস্থিতি। বিদ্যুৎ-জ্বালানি ও যোগাযোগ খাতে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সৃজিত হচ্ছে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ। অন্যদিকে, বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রসার ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছে জনগণের জ্ঞানের পরিধি ও দক্ষতা, বহিঃবিশ্বের সাথে সম্পৃক্ততায় প্রসারিত হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবোধে আসছে ইতিবাচক পরিবর্তন। সব মিলিয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুষম, সমৃদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনের যে স্বপ্ন আমরা রচনা করেছি তা বাস্তবায়নের এখনই অনুকূল সময়। এই সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন আপনাদের সকলের নিঃস্বার্থ অংশগ্রহণ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব আর দেশের মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টায় আমাদের দেশ হবে 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ'। আমার বিশ্বাস বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলমান অগ্রগতি অচিরেই আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার দৃপ্ত লক্ষ্যমাত্রা।

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

- ০ -

পরিশিষ্ট

২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১ রাজস্ব আদায়

সারণি ১: রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আয়		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট রাজস্ব	**১,৭৭,৪০০ |১২.২৪|**	**১,৭১,৪৩৩ |৯.৮৯|**	**২,৪২,৭৫২ |১২.৩৬|**	**৩৮,২৭৮** (১০.০৪)	**৪৩,৫৯৭** (১৩.৯০)	**১৭.৯৬**
কর রাজস্ব	১,৫৫,৪০০ |৮.৯৭|	১,৫১,৮৬৫ |৮.৭৬|	২,১০,৪০২ |১০.৭১ |	৩১,২৯৪ (১০.৬২)	৩৬,৫৭৮ (১৬.৮৯)	১৭.৩৮
এনবিআর	১,৫০,০০০ |৮.৬৬|	১,৪৬,২২১ |৮.৪৪|	২,০৩,১৫২ |১০.৩৪|	২৯,৮৯৯ (৯.৯৬)	৩৫,২৬৪ (১৭.৯৪)	১৭.৩৬
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৫,৪০০ |০.৩১|	৫,৬৪৪ |০.৩৩|	৭,২৫০ |০.৩৭|	১,৩৯৫ (২৭.০৬)	১,৩১৪ (-৫.৮১)	১৮.১২
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২২,০০০ |১.২৭|	১৯,৫৬৮ |১.১৩|	৩২,৩৫০ |১.৬৫|	৬,৯৮৪ (৭.৫১)	৭,০১৯ (০.৫০)	২১.৭০

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ।

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,৭১,৪৩৩ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৬.৬ শতাংশ;
- চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৪৩,৫৯৭ কোটি টাকা যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ১৭.৯৬ শতাংশ;
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এনবিআর-কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৭.৯৪ শতাংশ, এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৮১ শতাংশ কম;
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৭,০১৯ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৫০ শতাংশ বেশি।

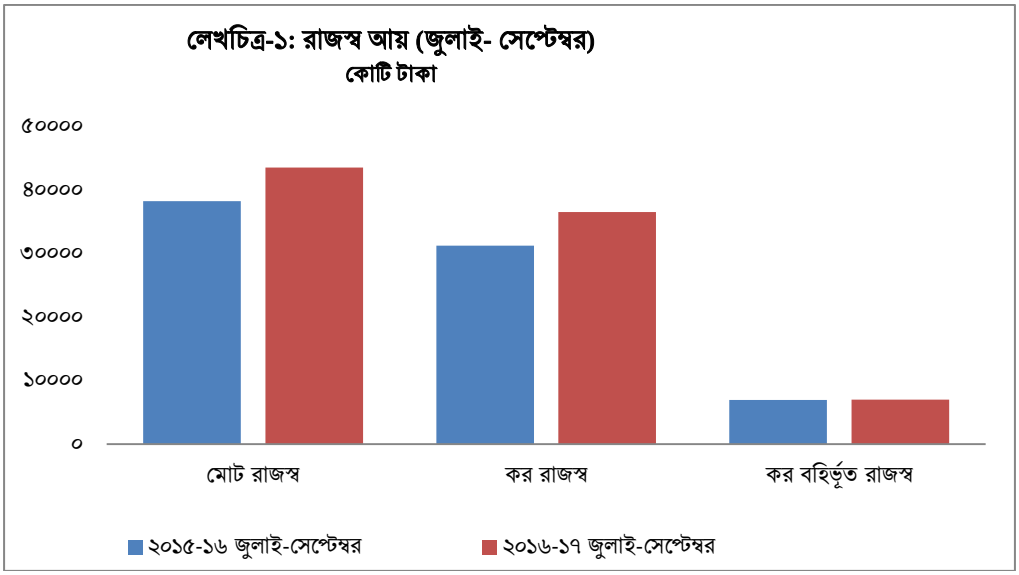

ক.২ এনবিআর- কর রাজস্ব আদায়

সারণি ২: এনবিআর- কর রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৫-১৬ (প্রকৃত)	জুলাই-সেপ্টেম্বর (প্রকৃত)		জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রবৃদ্ধি (%)
		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭
১	২	৩	৪	৫
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৪৫,০৭৭.৫৭	৮,৯৮৯.২৯	১০,৬৯৯.১১	১৯.০২
মূল্য সংযোজন কর	৫৪,৫৬১.৬৭	১১,৪২৯.০১	১৩,৩১১.৬৬	১৬.৪৭
আমদানি শুল্ক	১৭,৭৯৬.০১	৩,৭৬২.৯২	৪,২৯৭.৭৫	১৪.২১
রপ্তানি শুল্ক	৩০.১৫	১০.৬০	৪.৫৬	-৫৬.৯৮
আবগারি শুল্ক	১,৫৬০.০৮	১১৪.৮১	১৪৪.৩৯	২৫.৭৬
সম্পূরক শুল্ক	২৬,১৩৩.৪২	৫,৩৬৮.৪৮	৬,৫৫২.৬৩	২২.০৬
অন্যান্য কর ও শুল্ক	১,০৬৬.৭৯	২২৩.৫১	২৫৩.৬২	১৩.৪৭
মোট	১,৪৬,২২৫.৭০	২৯,৮৯৮.৬৩	৩৫,২৬৩.৭২	১৭.৯৪

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ।

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে (*এনবিআর-কর) রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭.৯৪ শতাংশ।

লেখচিত্র-২:২০১৬ জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এনবিআর আয়ে বিভিন্ন খাতের অবদান

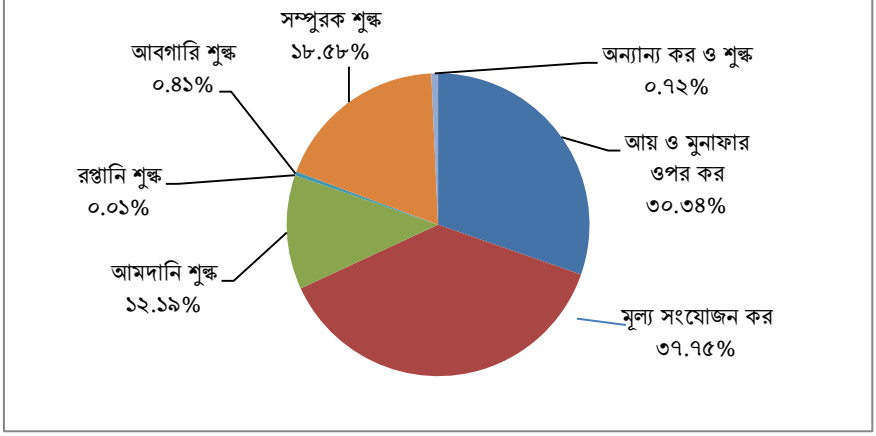

ক.৩ এনবিআর-কর রাজস্ব আদায়

সারণি ৩: এনবিআর-কর রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৬-১৭ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত আদায়	সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত আদায়	সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়ের প্রবৃদ্ধি (%)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
আমদানি শুল্ক	২২,৫৫১.৯০	৩,৭৬৫.৭৫	৪,৪২৩.৬০	১৭.৪৭	১৯.৬২
ভ্যাট (আমদানি পর্যায়ে)	২৫,৭২৫.২৯	৪,৫৬৮.৫২	৫,৩৫৫.৩২	১৭.২২	২০.৮২
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৭,৩৪৮.২৬	১,৫২৫.৪৭	১,৬৫০.০৪	৮.১৭	২২.৪৫
রপ্তানি শুল্ক	৪৪.৫৫	১১.১৫	৪.৮৩	৫৬.৬৮	১০.৮৪
উপ-মোট	৫৫,৬৭০.০০	৯,৮৭০.৮৯	১১,৪৩৩.৭৯	১৫.৮৩	২০.৫৪
আবগারি শুল্ক	১,৩৬৬.৩৫	১১৮.৫৩	১৪৪.৪৫	২১.৮৭	১০.৫৭
ভ্যাট (স্থানীয় পর্যায়ে)	৪৭,৮২৭.৪৪	৭,৫৭৫.৪৩	৮,৫৮০.৪০	১৩.২৭	১৭.৯৪
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	২৪,৯১২.৮৪	৩,৮০৭.৩২	৫,৩২৩.৪২	৩৯.৮২	২১.৩৭
টার্ন ওভার ট্যাক্স	৭.৩৭	১.০২	০.৭০	৩১.৩৭	৯.৫০
উপ-মোট	৭৪,১১৪.০০	১১,৫০২.৩০	১৪,০৪৮.৯৭	২২.১৪	১৮.৯৬
আয়কর	৭১,৯৬৮.০০	৯,৫২৬.৬৫	১০,৬৯০.৯৪	১২.২২	১৪.৮৬
ভ্রমণ কর	১,৪০০.০০	২১৫.৭৬	২৬১.৮৩	২১.৩৫	১৮.৭০
প্রত্যক্ষ কর হতে মোট আয়	৭৩,৩৬৮.০০	৯,৭৪২.৪১	১০,৯৫২.৭৭	১২.৪২	১৪.৯৩
সর্বমোট	২,০৩,১৫২.০০	৩১,১১৫.৬০	৩৬,৪৩৫.৫৩	১৭.১০	১৭.৯৪

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর হিসাবমতে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১৭.৯৪ শতাংশ আদায় হয়েছে।

খ. সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

খ.১ সরকারি ব্যয়

সারণি ৪: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে ব্যয়		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট ব্যয়	২,৬৪,৫৬৫ |১৫.২৭|	২,৩১,৬৫৩ |১৩.৩৭|	৩,৪০,৬০৫ |১৭.৩৪|	৩৭,১৩৬ (১.৬৮)	৪২,৮৯৪ (১৫.৪৯)	১২.৫৯
অনুন্নয়ন রাজস্বসহ অন্যান্য ব্যয়	১,৭৩,৫৬৫ |১০.০২|	১,৫৯,১০৫ |৯.১৮|	২,২৯,৯০৫ |১১.৭১|	২৯,৫৯৯ (-০.৩২)	৩৫,৩২৫ (১৯.৩৫)	১৫.৩৭
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৯১,০০০ |৫.২৫|	৭২,৫৪৮ |৪.১৯ |	১,১০,৭০০ |৫.৬৪|	৭,৫৩৭ (১০.৩৯)	৭,৫৬৯ (০.৪২)	৬.৮৪

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ।

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ২,৩১,৬৫৩ কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটের প্রায় ৮৭.৬ শতাংশ;
- চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে অনুন্নয়ন সহ অন্যান্য ব্যয় গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৩৫ শতাংশ বেড়েছে;
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে মোট বরাদ্দের ৬.৮৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। এই ব্যয় গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৪২ শতাংশ বেশি।

লেখচিত্র-৩: সরকারী ব্যয় পরিস্থিতি (জুলাই- সেপ্টেম্বর)

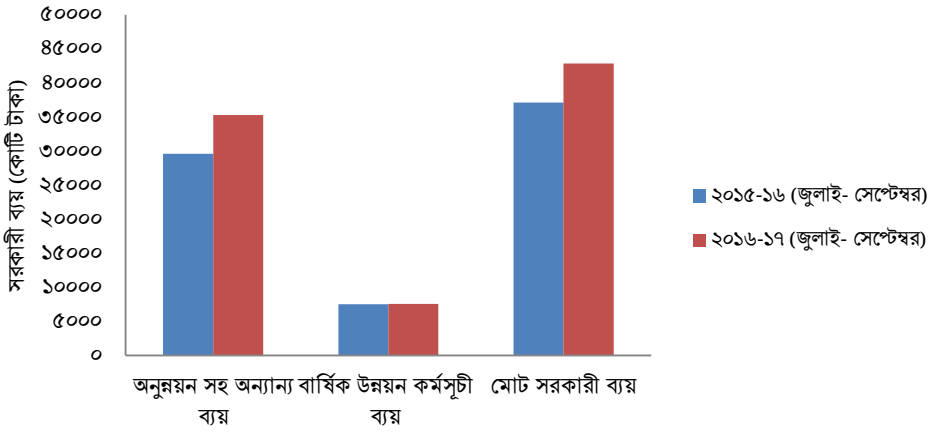

খ.২ ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭ বাজেট	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	বাজেটের তুলনায় অর্জন
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়		জুলাই-সেপ্টেম্বর	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২০,২৫৯	২১,৫৮৭	২৬,৮৪৮	৩,৩৮৯.৪	৫,০৩১.৮	১৮.৭৪
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৬,৮৪৬	১৬,২২৪	২২,১৬২	২,৮১৩.৮	৩,২৮৩.৫	১৪.৮২
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৯,২১৭	১৬,৩৯১	২১,৩২২	১,২৩৪.৫	১,১৮৩.৪	৫.৫৫
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৫,৯৬৯	১৫,১৩৬	১৯,২৭৬	৩,০২৮.২	৩,৫৩৩.৯	১৮.৩৩
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৪,৮১১	১২,৫৯৯	১৭,৪৮৬	২,১২৫.৭	২,৪০৪.৪	১৩.৭৫
কৃষি মন্ত্রণালয়	১১,১৩৮	১০,৭৩৮	১৩,৬৭৬	৭৩৭.৯৪	৯৪৭.৯৪	৬.৯৩
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৫,৪৯৪	১২,০৪৯	১৩,০৬২	১,৫৭৪.৭	১,৪৪৬.৫	১১.০৭
রেলপথ	৭,২৬২	২,৪৫৯	১১,৯৫০	৫৫৫.৮২	৫৬৫.৬৪	৪.৭৩
সড়ক বিভাগ	৮,৮১৫	৮,৭১২	১০,৯১০	৩৮৮.৩৪	৬৯৯.৭৫	৬.৪১
সেতু বিভাগ	৬,২৮৫	৫,২৯৭	৯,২৮৮	২,১৬৩.৮	১,৮১২.১	১৯.৫১
মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	১,৩৬,০৯৬	১,২১,১৯২	১,৬৫,৯৮০	১৮,০১২	২০,৯০৯	১২.৬
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	১,২০,৮৭৬	৬৮,৮৯৬	১,৬২,৬৪৪	১৫,৬৪৪	১৫,২০৯	৯.৩৫
সর্বমোট ব্যয়	২,৫৬,৯৭২	১,৯০,০৮৭.৮১	৩,২৮,৬২৪	৩৩,৬৫৬	৩৬,১১৮	১১.০

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ

নোটঃ এই সারণীতে ঋণ ও অগ্রীম, খাদ্য হিসাব এবং এডিপি বহির্ভূত কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী ব্যতীত মোট বাজেট হিসাব করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে –

- ১০ টি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে বরাদ্দ হলো মোট বাজেটের ৫০.৫ শতাংশ;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বিপরীতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৪৯.৫ শতাংশ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে-

- ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ১২.৬ শতাংশ;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যয় ৯.৩৫ শতাংশ;
- মোট ব্যয় বাজেটের ১১.০ শতাংশ।

খ.৩ ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৬: ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭ (সর্বশেষ তথ্য)	২০১৫-২০১৬	২০১৬-১৭	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
	বাজেট	বরাদ্ধ (প্রকল্পসংখ্যা)	(জুলাই-সেপ্টেম্বর)	(জুলাই-সেপ্টেম্বর)	
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৩,০৩৯.০০	১২,৫৪০.০৯ (৬৮)	৫৪০.২৪	২,৩৭১.৬২	১৮.৯১
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৮,৫৪৭.০০	১৭,৫৩৬.৮৬ (১৮৫)	১,৮২৯.২১	২,৬৫০.৮	১৫.১২
সেতু বিভাগ	৯,২৫৮.০০	৯,২০৭.৫২ (৩)	৩৭৭.৬২	৩৯০.৩১	৪.২৪
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৯,১১৫.০০	৮,৮০৬.৭৯ (৪৮)	২০১.৫৫	৭৭৪.০৫	৮.৭৯
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়কবিভাগ	৮,১৬১.০০	৭,৭৯১.২৮ (১১৪)	২৪৬.৬৭	২৪৯.৯১	৩.২১
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭,৭১০.০০	৭,৫০৯.৭৬ (৯)	৬১২.৭৭	১,০৭৪.৬	১৪.৩১
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬,২৩৫.০০	৬,০৭০.২৬ (৬১)	৬৩৯.৭৫	৩৪.৮৫	০.৫৭
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬,১৬৭.০০	৫,৮৬৮.৭১ (৬৫)	৫২৫.১৮	৪৫৮.৭৩	৭.৮২
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১,৮৪৫.০০	১,৭৭৮.৬২ (৩১)	৪০.০০	৬৬.৭৬	৩.৭৫
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩,৭৫৯.০০	৩,৭০৮.৭৯ (৬৬)	৮.১৯	৮১.৯৭	২.২১
মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	৮৩,৮৩৬.০০	৮০,৮১৮.৬৮ (৬৫০)	৫,০২১.১৮	৮,১৫৩.৫৯	১০.০৯

উৎসঃ আইএমইডি এবং আইবাস, অর্থ বিভাগ।

নোটঃ এই সারণীতে ‘নিজস্ব অর্থায়ন প্রকল্প’ ব্যতীত ব্যয় দেখানো হয়েছে।

- ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭৩.০ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে;
- প্রথম প্রান্তিকে ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ১০.০৯শতাংশ;
- অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২৭.০ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১ বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৭: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
	সংশোধিত	প্রকৃত	বাজেট	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
১	২	৩	৪	৫	৬
বাজেট ভারসাম্য	-৮৭,১৬৫	-৬০,০৪০	-৯৭,৮৫৩	১,১৪১	৮৪০
অর্থায়ন	৮৭,১৬৫	৫৬,৯৪৭	৯৭,৮৫৩	-১,১৩৭	-৭৪৮
বৈদেশিক	২৪,৯৯০	১১,২৪২	৩৬,৩০৫	-৯৬৩	-৯১৬
অভ্যন্তরীণ	৬২,১৭৫	৪৫,৭০৫	৬১,৫৪৮	-১৭৪	৯৯
ব্যাংক	৩১,৬৭৫	১০,৬১৪	৩৮,৯৩৮	৭,০৬৩	-৩,০৪৭
ব্যাংক বহির্ভূত	৩০,৫০০	৩৫,০৯১	২২,৬১০	-৭,২৩৭	৩,১৪৬

উৎস: অর্থ বিভাগ ও আইএমইডি

- বাজেটে ব্যাংক উৎস হতে নিট অর্থায়নের প্রাক্কলন ধরা হয়েছে ৩৮,৯৩৮ কোটি টাকা।

গ.২ বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি-৮: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
১	২	৩	৪	৫	৬
নিট অর্থায়ন	২৪,৯৯০.০০	১১,২৪১.৬৭	৩৬,৩০৫.০০	-৯৬৩.৪৫	-৮৪৭.৩৯
ঋণ	২৭,০৪৭.০০	১৬,১২৭.৬৯	৩৮,৯৪৭.০০	৬৩৯.৮০	৭৭৫.০৫
অনুদান	৫,০২৭.০০	১,৭৯২.০৪	৫,৫১৬.০০	১১১.২৪	৬৯.০০
ঋণ পরিশোধ	-৭,০৮৪.০০	-৬,৬৭৮.০৭	-৮,১৫৮.০০	-১,৭১৪.৪৮	-১,৬৯১.০৮

উৎস: সিজিএ/অর্থ বিভাগ

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের নিট অর্থায়ন গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে।

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ.১ মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৯: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	জুন ২০১৫		জুন ২০১৬		সেপ্টেম্বর ২০১৬	মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন		ডিসেম্বর ২০১৬	জুন ২০১৭
ব্যাপক মুদ্রা (এম২)	১৬.৫	১২.৪	১৫.০	১৬.৪	১৩.৪	১৪.৮	১৫.৫
নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩.৬	২১.৩	১১.১	২৩.২	২১.১	১৬.২	১০.৭
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২০.২	৯.৯	১৬.২	১৪.২	১০.৯	১৪.৩	১৭.২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৭.৪	১০.১	১৫.৫	১৪.২	১১.৯	১৫.৯	১৬.৪
সরকারি খাত	২৫.৩	-২.৫	১৮.৭	২.৬	-৩.৩	১১.৯	১৫.৯
বেসরকারি খাত	১৫.৫	১৩.২	১৪.৮	১৬.৮	১৫.৩	১৬.৬	১৬.৫
রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.৯	১৪.৩	১৪.৩	৩০.১	১৬.৭	১১.০	১৪.০

- ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের নীট বৈদেশিক সম্পদ লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেলেও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ লক্ষ্যমাত্রার নীচে ছিল। মূলত, সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে অব্যাহত উদ্বৃত্ত ও সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ হ্রাসের কারণে এটি হয়েছে;
- সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে ব্যাপক মুদ্রা ও অভ্যন্তরীণ ঋণ সরবরাহের প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রয়েছে; তবে, রিজার্ভ মুদ্রা ও নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি এখনো লক্ষ্যমাত্রার উপরে রয়েছে;
- বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ১৫.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য কম।

ঘ.২ সুদের হার

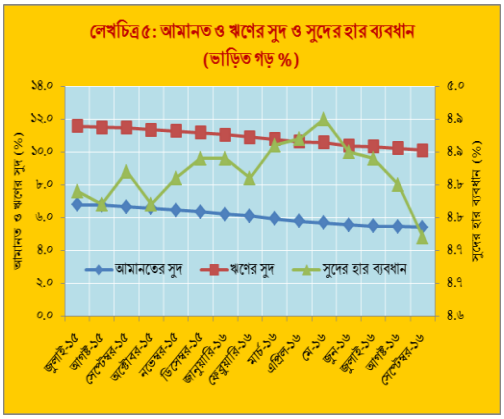

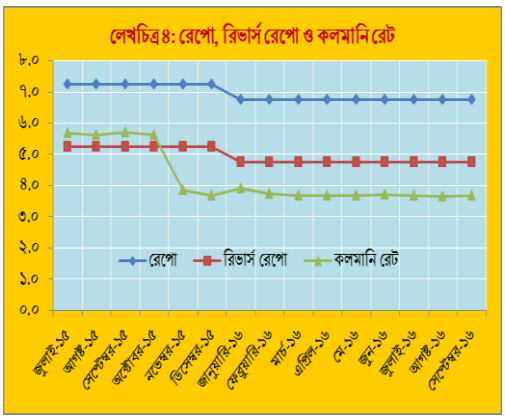

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- আমানতের সুদের হার (ভারিত গড়) সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর ৬.৬৬ শতাংশ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ এ ৫.৩৯ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে;
- ঋণের সুদের হার (ভারিত গড়) সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর ১১.৪৮ শতাংশ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ এ ১০.১৫ শতাংশে কমেছে;

- সঞ্চয় ও ঋণের সুদের হার ব্যবধান (spread) সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর ৪.৮২ শতাংশ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ ৪.৭৬ শতাংশে কমেছে;
- রেপো ও রিভার্স রেপো রেট ৭.২৫ শতাংশ ও ৫.২৫ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে যথাক্রমে ৬.৭৫ শতাংশ ও ৪.৭৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে যা ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ হতে কার্যকর রয়েছে;
- কলমানি রেট বর্তমানে রিভার্স রেপো রেটের চেয়েও কম। কলমানি রেট সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর ৫.৭১ শতাংশ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ এ ৩.৬৮ শতাংশে নেমে এসেছে।

ঙ. বৈদেশিক খাত

ঙ.১ রপ্তানি পরিস্থিতি

সারণি ১০: আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি

খাত	২০১৫-১৬	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
১	২	৩	৪
রপ্তানি (মি. মার্কিন ডলার)	৩৪,২৫৭.১৮	৭,৭৫৮.৯৯	৮,০৭৮.৮২
প্রবৃদ্ধি (%)	৯.৭৭	০.৮৩	৪.১২
আমদানি (মি. মার্কিন ডলার)	৪৩,০১৭.২০	৯৪৬৯.৭০	১১,১০৫.১০
প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৬৮	-১৪.৮২	১৭.২৭

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৮,০৭৮.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.১২ শতাংশ বেশি এবং চলতি বছরের নির্ধারিত (৩৭ বিলিয়ন ডলার) লক্ষ্যমাত্রার ২১.৮৩ শতাংশ;
- চলতি অর্থবছরের জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়ে আমদানি বেড়েছে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.২৭ শতাংশ। বিগত অর্থ বছরে একই সময়ে আমদানির প্রবৃদ্ধি ছিল -১৪.৮২ শতাংশ।

ঙ.২ রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

সারণি ১১: রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

খাত	২০১৫-১৬	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
১	২	৩	৪
রেমিট্যান্স (মি. মার্কিন ডলার)	১৪,৯৩১.১৬	৩,৯৩৩.৬৪	৩,২৩২.১২
প্রবৃদ্ধি (%)	-২.৫২	-১.৯৩	-১৭.৮৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৭.৮৩ শতাংশ কম।

ঙ.৩ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১২: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	৩০ জুন ২০১৫	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬	প্রবৃদ্ধি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	২৫,০২৫.৫	২৬,৩৭৯.০	৩০,১৬৮.২২	৩১,৩৮৫.৮৭	১৮.৯৮*
আমদানি মাস হিসেবে	৭.৩	৭.৮	৮.৪	৮.৪	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (*৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর তুলনায় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬-এর প্রবৃদ্ধি)

- চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ৩১ হাজার ৩৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে ৮.৪ মাসের আমদানি ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব।

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১ মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১৩: মূল্যস্ফীতির গতিধারা (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)

(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)

মূল্যস্ফীতি (%)	২০১৫-১৬				২০১৬-১৭			
	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়
সাধারণ	৬.৩৬	৬.১৭	৬.২৪	৬.২৪	৫.৪০	৫.৩৭	৫.৫৩	৫.৭১
খাদ্য	৬.০৭	৬.০৬	৫.৯২	৬.২৫	৪.৩৫	৪.৩০	৫.১০	৪.৫৬
খাদ্য-বহির্ভূত	৬.৮০	৬.৩৫	৬.৭৩	৬.২২	৬.৯৮	৭.০০	৬.১৯	৭.৪৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৫৩ শতাংশ, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৬.২৪ শতাংশ;
- সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে ১২ মাসের গড় ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৭১ শতাংশ, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৬.২৪ শতাংশ;
- খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বাড়লেও সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদন, জ্বালানী তেলের স্থিতিশীল মূল্য, যোগানে বাধাসমূহ অপসারণ এবং সরকারের দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।